নিউ থিয়েটার্স (এক্জিবিটার্স)
প্রা: লি: নিবেদিত
গল্প হলেও সত্যি
কাহিনী
চিত্রনাট্য
পরিচালনা
সংগীত
তপন সিংহ

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেডের

আরেকটি
অভিনব

গল্প হলেও সত্যি

কাহিনী চিত্রনাট্য পরিচালনা সংগীত

তপন সিংহ

রূপায়ণে ঃঃ যোগেশ চ্যাটার্জি, ভানু ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখার্জি, অজয় গাঙ্গুলী, পার্থ মুখার্জি, মমতাজ আমেদ, বলীন সোম, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিন্ময় রায়, সাধন সেনগুপ্ত, অরুণ রায়, তপন ভট্টাচার্য, নির্মল চাটার্জি, হাসি মজুমদার, খগেশ চক্রবর্তী, মৃণাল মুখার্জি, শুভব্রত গুপ্ত, দেবজিৎ, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, কৃষ্ণা বসু, জ্যোৎস্না মুখার্জি, রমা দাস

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : **ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড**

কাহিনী

ওই যে বাড়িটা দেখছেন—ওটা কোনো একটি একান্নবর্তী পরিবারের। বুড়ো কর্তার বয়েস আশীর কোঠা পেরিয়ে গেছে কবে। ওঁর বড়ো ছেলের বয়েস ষাট। মেজ নেই, মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রীও গত। আছে একটি মেয়ে, নাম কৃষ্ণা। সেজ ছেলের ওই অনুপাতে বয়েস, একটি মাত্র বাচ্চা ছেলে। ন'ছেলে বিয়ে করেননি। চেলো বাজান থিয়েটার বায়েস্কোপ কোম্পানীতে। ওঁর ধারণা উনি একজন জাতশিল্পী হ'তে পারতেন কিন্তু সংসারের চাপে জীবনটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। বড়োবাবুর ছেলে বলতে একটি—খোকা। মস্ত বড়ো ইন্‌টেলেকচুয়াল! ম্যাট্রিক পাস করে অফিসে কাজে ঢুকে পড়েছে। বিয়েও হয়েছে। অফিস ছাড়া আরো বিরাট কর্তব্য কর্ম আছে তার—কফি হাউসে রাজ্যের বিষয় বস্তু নিয়ে গলাবাজি করা। বাবা কাকাদের অনুকম্পার চোখে দেখা।

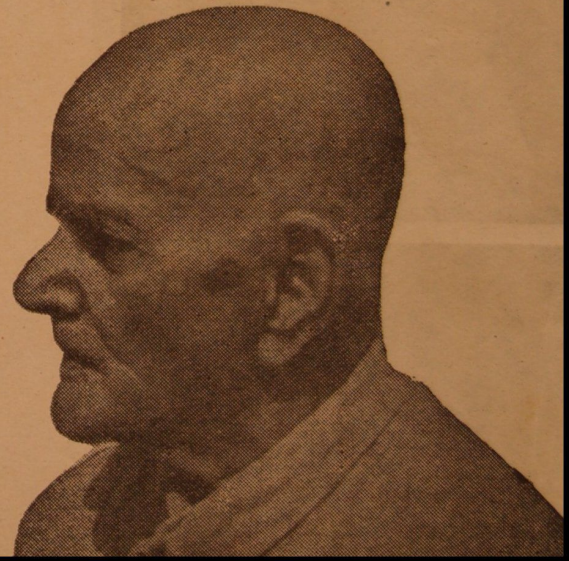

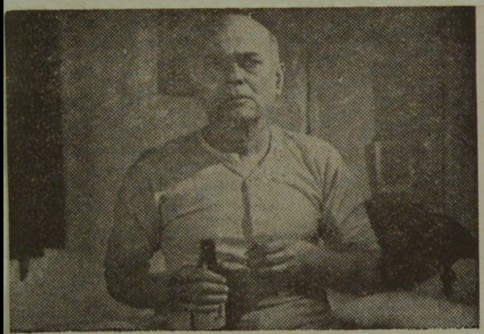

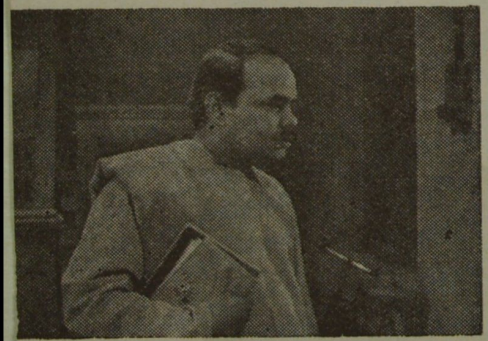

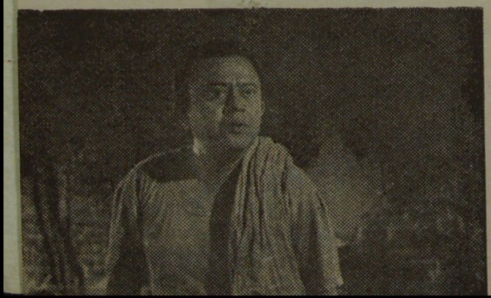

এরা সবাই আছে বটে একই ছাতের নীচে, মনের দিক থেকে দূরত্বের শেষ নেই। খিটিমিটি প্রতি কথায়! কাজেই কেউ যদি বলেন পয়সার জোর নেই বলেই তথাকথিত একান্নবর্তী হ'তে বাধ্য হয়েছে এরা—তাহ'লে তাঁদের দোষ দেয়া যায় না।

এরা সবাই থাকবে এক সংগে কিন্তু কেউ 'কুটো ভেঙে দুটো' করতে রাজী নয়। ফলে ঝি-চাকর আসে আর যায়। বেশি দিন তিষ্ঠতে পারে না! আজ কিছু দিন হৈ চৈ হাঙ্গামার শেষ নেই! পরস্পর পরস্পরকে অকারণে আঘাত করে প্রত্যাঘাত খাচ্চে। হঠাৎ ভগবানের আশীর্বাদের মতো পারিবারিক কলহ-বিধ্বস্ত সংসারে দেখা দিলো এক চাকর। শীতের ভোরে কুয়াশার মাঝ থেকে ধীর-পায়ে এসে ঢুকলো চাকরটা এই সংসারে—তার আবির্ভাবের সংগে সংগে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে সুরু হলো যেন। কবিত্ব করে বলা চলে: মরা গাছে প্রাণের সঞ্চার হোলো···ফুলভরা ডালে পাখির গান শোনা গেল!

চাকরকে নিয়ে কাড়াকড়ি চলে, কিন্তু কোনো রকম অসুবিধা হয় না কারুরই ডাকার আগেই ও হাজির। বুড়ো কর্তা থেকে নাতনী···সবাই ভারি খুশি! কোনো সমস্যা দেখা দিলেই ডাক পড়ে চাকরের—বেশির ভাগ সময় ও নিজেই তৎপর হ'য়ে সকলের মাঝে শুভ বুদ্ধির জাগরণ ঘটায়। ভাঙা সংসার দেখতে দেখতে জোড়া লেগে যায়।

প্রতিদিনকার জীবনে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে কতো না দুর্লভ সম্পদ জমা হচ্ছে—গল্পের মতো মনে হ'লেও তা পরম সত্যি! এই যে একান্নবর্তী পরিবারটি দিন দিন কলহ, অশান্তি, অসহযোগে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছিলো, সে সংসারের চেহারাই ফিরে গেল হঠাৎ! আত্ম-সচেতন হয়ে মানুষগুলো কিন্তু চাকরকে আর খুঁজে পেল না—সে তখন হাসিমুখে দূরে সরে গেছে।

স্বপ্নের মতো মনে হয় সব কিছু। সহৃদয়তা আর শুভবুদ্ধিকে কি চোখে দেখা যায়—তাকে অনুভব করতে হয় অন্তর দিয়ে!!

সংগীত

(১)

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে
বল মাধাই মধুর স্বরে——

(২)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽমতীব বিচিত্র ;
কস্য তং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ।
মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বম্
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম্ ;
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্ম পদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ।
নলিনীদলগত জলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্,
ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ।

অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রা
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রা,
ন ত্বং না ং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥

(৩)

শুক বলে ওঠো সারী ঘুমায়োনা আর,
এ জীবন গেলে ফিরে আসে না আবার।
মনে রেখো এ সংসারে যারা করো বাস,
সং ছাড়ি সারটিতে রাখো অভিলাষ।
আসে যায় সুখ-দুখ আলোক আঁধার—
এ জীবন গেলে ফিরে আসে না আবার
শয়নে বসিয়া কেন এখনো এমন
কি যে পেলে কি হারাইলে মিছে ভাবো মন
তোমারে ডাকিয়া বলে জীবন তোমার—
এ জীবন গেলে ফিরে আসে না আবার ॥

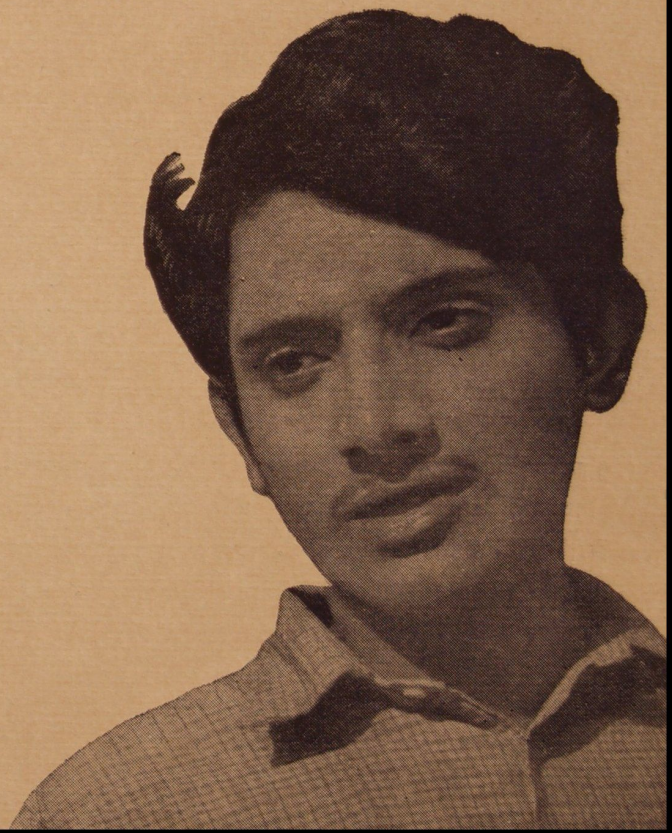

কলাকুশলী

চিত্রশিল্পী : বিমল মুখার্জি
শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
রূপসজ্জা : মদন পাঠক
শব্দযন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জি, ইন্দু অধিকারী
প্রচার-লিপি : নিতাই বসু

পুনঃ শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী
সাজসজ্জা : ডি, আর মেকাপ, যতীন কুণ্ডু
ব্যবস্থাপনা : শান্তিশেখর চৌধুরী
স্থিরচিত্র : ক্যাপস ফটোগ্রাফি
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
প্রচার শিল্পী : অঙ্কন

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : শ্যামল চক্রবর্তী, পলাশ ব্যানার্জি, বিবেক বকসী • চিত্রশিল্পে : দীপক দাস, অমূল্য দত্ত, ক্ষেত্রলংকা • শিল্পনির্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ • সম্পাদনায় : নিমাই রায় • রূপসজ্জায় : শম্ভু দাস • শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, রবীন সেনগুপ্ত • ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, বনমালী দাস, সতীশ পাণ্ডে • শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি • সংগীত পরিচালনায় : অলোক দে

রমেন চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত
মুদ্রক : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কলি : ১৩